যুগান্তর

তারিখ 8 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত বন্ধের জের : বাড়তি সেশনজট ৬ মাস

রাজশাহী ব্যুরো/রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ হাজার শিক্ষার্থীকে নতুন করে আরও ছয় মাসের সেশনজটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ছাত্র শিবির-ছাত্রলীগের মধ্যকার সংঘর্ষের জের ধরে অনির্ধারিতভাবে টানা ৮২ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ২০০৭ সালের ২২ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভের জের ধরে ৬২ দিন এবং ২০০৮ সালের ১৯ আগস্ট রাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিনোদপুর বাজার ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের জেরে ৫৬ দিন অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের কারণে এখানকার শিক্ষার্থীরা বড় ধরনের সেশনজটে পড়ে আছে। ১৩ মার্চ রাবিতে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে শিবির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান নোমানী নিহত এবং পুলিশ, সাংবাদিক, স্থানীয়সহ দুই ছাত্র সংগঠনের শতাধিক আহত হয়। এ ঘটনায় রাবিসহ রাজশাহীর আটটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অনির্ধারিতভাবে ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ার ফলে কেবল মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য রাবির ৭টি অনুষদ ও ৪৭টি বিভাগের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ১৫৮টি চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত হয়। এছাড়া এপ্রিল-মে মাসে আরও প্রায় দুই শতাধিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ১ জুন ক্যাম্পাস খোলার পর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ স্থগিতকৃত ১১টি তত্ত্বীয় এবং দুটি ব্যবহারিক পরীক্ষার রুটিন ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ২০০৮ সালের রসায়ন পার্ট-১ এর পরীক্ষা; ফিশারিজ, ফলিত রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা পার্ট-২ এর পরীক্ষা যথাক্রমে; গণিত ও আইন পার্ট-৩ এর পরীক্ষা; আইন পার্ট-৪ এর পরীক্ষা; ফলিত রসায়নের মাস্টার্স-২০০৭-এর পরীক্ষা; রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন-২০০৮ এর মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া গণিত ও ফলিত রসায়নের দুটি বর্ষের ব্যবহারিক পরীক্ষার রুটিন এবং আরও দুটি পরীক্ষার ফরম পূরণের নোটিশ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে জমা হয়েছে। মাস : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

মাস : বন্ধের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়া ওমর ফারুক বলেন, ১৪-১৯ মার্চ ব্যবহারিক পরীক্ষার পর ক্যাম্পাস ত্যাগ করার কথা থাকলেও হঠাৎ ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ায় সেই পরীক্ষা ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হবে। গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ফেরদৌস হোসেন বলেন, তাদের পরীক্ষা মার্চ মাসের ১৭ তারিখ হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ায় তা ১০ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে তারা সেশনজটে পড়বে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১ জুন ক্লাস শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগ তাদের স্থগিতকৃত পরীক্ষার রুটিন তার দফতরে পাঠিয়েছে। বছরের প্রথম তিন-চার মাস বিভাগগুলোতে পরীক্ষা হয় বেশি। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ায় স্থগিতকৃত পরীক্ষা-ক্লাস শেষ করতে শিক্ষার্থীদের প্রায় ছয় মাসের সেশনজটে পড়তে হবে।